بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)
কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৩ মে ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত উবায়েদ। হযরত উবায়েদ মহানবী (সাঃ) এর সাথে বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান বিন বালদামা। হযরত আব্দুল্লাহ্ -র দাদার নাম বালদামা বা বালযামা-ও বলা হয়ে থাকে। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু খুনাস বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান হযরত আবু কাতাদা-র চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমায়ের। তিনি বনু জিদারা গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আমর বিন হারেস। তিনি বনু হারেস গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত আমর প্রাথমিক যুগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সাঃ) তাকে গনিমতের সম্পদের নিগরান নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য উপলক্ষ্যেও মহানবী (সাঃ) এর খোমোসের(যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে আল্লাহ ও রসূলের জন্য নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ সম্পদের) নিগরান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব উহুদ, খন্দক এবং এছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে যোগদান করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩৩ হিজরীতে মদিনায় তার মৃত্যু হয়। হযরত উসমান (রাঃ) তার জানাযার নামায পড়ান। তার উপনাম আবু হারেস এর পাশাপাশি আবু ইয়াহিয়া-ও বলা হয়ে থাকে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন উমারা আনসারীর মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু অপর এক উক্তি অনু যায়ী তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি জীবিত ছিলেন আর মহানবী (সাঃ) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত উসমান-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। হুযুর বর্ণনা করেন, ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে কোথাও কোথাও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাই আমি সেগুলোও উল্লেখ করে দেই।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত সালামা বিন আসলাম। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক বা পরিখা এবং এছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে সায়েব বিন উবায়েদ এবং নোমান বিন আমরকে বন্দি করেছিলেন। হযরত সালামা বিন আসলাম হযরত উমরের খিলাফতকালে জিসর্ এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, যা ফোরাৎ নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মৃত্যুকালে তার বয়স ৩৮ বছরের কিছুটা কম বা বেশি বলা হয়ে থাকে।

আল্লামা নূরুদ্দিন হালবী-র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সীরাতে হালবিয়ায় বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সাঃ) এর মু'জিযা সমূহের প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত সালামা বিন আসলাম এর তরবারি ভেঙে গেলে মহানবী (সাঃ) তাকে খেজুর গাছের ছড়ি দিয়ে বলেন যে, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। হযরত সালামা বিন আসলাম সেই ছড়ি হাতে নিতেই সেটি এক উৎকৃষ্ট তরবারিতে রূপ নেয় এবং পরবর্তীতে সেটি তার কাছেই ছিল।

মক্কার কাফেরগণ মহানবী (সাঃ)-কে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্র করেছিল। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন আহযাবের যুদ্ধে লাঞ্ছনাজনক পরাজয়ের স্মৃতি মক্কার কুরাইশদের দেহমনে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই এই হৃদয়াগ্নি আবু সুফিয়ানের মনে সবচেয়ে বেশি জ্বলছিল, যে কিনা মক্কার নেতা ছিল এবং পরিখার অভিযানে বিশেষভাবে লাঞ্ছনাজনক চপেটাঘাত খেয়েছিল। আবু সুফিয়ান এই ক্রোধাগ্নিতে কিছুকাল পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। কিন্তু অবশেষে বিষয় তার সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। আর এই ক্রোধাগ্নির সুপ্ত স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসা আরম্ভ হয় এবং সেগুলোপ্রকাশ পেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কাফেরদের সবচেয়ে বেশি শত্রুতা বরং আসল শত্রুতা ছিল মহানবী (সাঃ) এর সাথে।

মহানবী (সাঃ) মসজিদে নববীতে প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচবার নামাযের জন্য আসতেন। আর সফরের সময় সম্পূর্ণঅকৃত্তিম ও স্বাধীনভাবে থাকতেন। কোন ভাড়াটে হন্তারকের জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে? এ ধারণা হৃদয়ে জাগ্রত হতেই আবু সুফিয়ান সংগোপনে মহানবী (সা.)-কে হত্যার বাসনাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া

আরম্ভ করে। এ ধারণায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একদিন সুযোগ পেয়ে সে তার কাজে আসবে এমন কতিপয় যুবককে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন সাহসী পুরুষ নেই, যে মদিনায় গিয়ে গোপনভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করবে ? তোমরা জান যে, মুহাম্মদ (সাঃ) প্রকাশ্যে মদিনার অলিগলিতে চলাফেরা করেন। সে নিজের মতো করে মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে এসব কথা তুলে ধরে। সেই যুবকরা এই প্রস্তাব শুনে এবং এটিকে গ্রহণ করে, আর তাদের হৃদয়ে এ কথা ঘর করে নেয়। এ কথা প্রকাশ পাওয়ার স্বল্পকাল পরএক মরুবাসী যুবক আবু সুফিয়ানের কাছে আসে এবং বলে যে, আমি আপনার প্রস্তাব শুনেছি(কোন যুবক তাকে অবহিত করে থাকবে)। আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। আমি একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ও কাজে পরিপক্ক যার পাকড়াও কঠোর এবং হামলা তড়িৎ। আপনি যদি আমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করে আমার সাহায্য করেন তাহলে আমি মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যার উদ্দেশ্যে যেতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে এমন একটি খঞ্জর আছে যা শিকারী শকুনের গোপন পালকের মতো থাকবে। অর্থাৎ সেটিকে অনেক আড়ালে রাখব। আমি মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর হামলা করব এবং এরপর পালিয়ে কোন কাফেলায় মিশে যাব। মুসলমানরা আমাকে ধরতে পারবে না। মদিনার পথঘাটও আমার নখদর্পনে। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং বলে যে, যথেষ্ট হয়েছে, তুমিই আমাদের কাজের লোক। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাকে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীও পথখরচ দেয় এবং মদিনায় প্রেরণ করে আর নসীহত করে যে, এই গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ পেতে দেবে না।

মক্কা থেকে বিদায় নিয়ে এই ব্যক্তি দিনে আত্মগোপন করে আর রাতে সফর করে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ দিন সে মদিনা পৌঁক্সছে যায় আর মহানবী (সাঃ) এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সোজা বনু আব্দিল আশআল গোত্রের মসজিদে পৌঁছে যেখানে তখন মহানবী (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনগুলোতে যেহেতু নতুন নতুন ব্যক্তি মদিনায় আগমন করত তাই তার আগমনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে কোন মুসলমানের সন্দেহ হয় নি যে, সে কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছে। কিন্তু যখনই সে মসজিদে প্রবেশ করে, মহানবী (সাঃ) তাকে নিজের দিকে অগ্রসর হতে দেখে বলেন, এই ব্যক্তি কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এসেছে। মহানবী (সাঃ) উচ্চস্বরে এই কথা বলেছিলেন যা সেই ব্যক্তির কানেও পৌঁক্সছে। এই কথা শুনে সে আরো দ্রুত তাঁর (সাঃ) দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু একজন আনসারী নেতা উসায়েদ বিন হুযায়ের তাৎক্ষণিকভাবে লাফিয়ে তাকে চেপে ধরেন। অর্থাৎ আমাকে তুমি আহত করে দিয়েছে। যখন তাকে কাবু করে ফেলা হয় তখন মহানবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সত্যি করে বল তুমি কে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? সে বলে, আমায় প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হলে আমি বলব। তিনি (সাঃ) বলেন, ঠিক আছে, যদি তুমি সমস্ত কথা সত্যি করে বল তাহলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। তখন সে পুরো ঘটনা হুবহু মহানবী (সাঃ) এর কাছে বর্ণনা করে আর এ কথাও বলে যে, আবু সুফিয়ান তার সাথে এত প রিমাণ পুরস্?ারের ওয়াদা করেছিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি কয়েক দিন পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করে। আর এরপর স্বেচ্ছায় মহানবী (সাঃ) এর কথা শুনে আর মুসলমানদের সাথে থেকে মহানবী (সা.) এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু সুফিয়ানের এই খুনের ষড়যন্ত্র মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ও অবহিত থাকার বিষয়টিকে আরো বেশি আবশ্যক করে তুলে,অর্থাৎ এটি জানা যে তাদের নিয়্যত কী, কেননা তারা গোপন ষড়যন্ত্র করছে।

অতএব মহানবী (সাঃ) এ উদ্দেশ্যে নিজের দুই জন সাহাবী আমর বিন উমাইয়্যা যামরি এবং যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তাকে অর্থাৎ সালামা বিন আসলামকে, মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং আবু সুফিয়ানের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তার পূর্বের রক্তক্ষয়ী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাদেরকে এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, সুযোগ পেলে যেন ইসলামের এই চরম শত্রুকে হত্যা করে। কিন্তু যখন উমাইয়্যা এবং তার সাথি মক্কায় পৌঁক্সছেন তখন কুরাইশরা সতর্ক হয়ে যায়। আর এই উভয় সাহাবী নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তারা কুরাইশদের দু'জন গুপ্তচরকে পেয়ে যান যাদেরকে কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে জানার জন্য এবং মহানবী (সাঃ) এর অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিল। এটিও অসমম্ভব নয় যে, কুরাইশদের এই পরিকল্পনাও হয়ত হত্যার অন্য কোন ষড়যন্ত্রের সূচনা হবে। যেমনটি তারা পূর্বেও এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিল, হতে পারে একই উদ্দেশ্যে তাদেরকেও প্রেরণ করেছে, অর্থাৎ তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সাঃ) কে যেন হত্যা করে। কিন্তু খোদার এমন কৃপা হয়েছে যে, উমাইয়্যা এবং সালামা বিন আসলাম তাদের গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে জেনে যান, যার কারণে তারা এই গুপ্তচরদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে বন্দি করতে চান। কিন্তু তারাও প্রতিরোধ গড়ে। অতএব এই লড়াইয়ে একজন গুপ্তচর নিহত হয় আর দ্বিতীয় জনকে বন্দি করে তারা নিজেদের সাথে মদিনায় নিয়ে যান।

হযরত উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেন যে, আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন মহানবী (সাঃ)কে দেখছিলাম। তখন তিনি বসেছিলেন আর হযরত আব্বাদ বিন বিশর এবং হযরত সালামা বিন আসলাম উভয়ে লেক্সহ শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মহানবী (সাঃ) এর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। কুরাইশদের দূত সোহেল বিন আমর নিজ কণ্ঠস্বর উঁচু করলে তারা উভয়ে তাকে বলেন যে, নিজের কণ্ঠস্বর মহানবী (সাঃ) এর সামনে নীচু রাখ বা ধীর রাখ অথবা হালকা রাখ। এটি তার এক বিশেষ সেবার উল্লেখ, যা এই উপলক্ষ্যে বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত উকবা বিন উসমান। তিনি এবং তার ভাই হযরত সাদ বিন উসমান বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন সাহাল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ভাই হযরত রাফে তার সাথে ওহুদ ও পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত আব্দু ল্লাহ্র হামরাউল আসাদের (যা মদিনার ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান) যুদ্ধে অংশগ্রহণের উল্লেখও মহানবী (সাঃ) এর জীবনী সংক্রান্ত বই সোবেলুল হুদা-তে এভাবে দেখা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সাহাল এবং হযরত রাফে বিন সাহাল ভ্রাতৃদ্বয়, যারা বনি আশআল গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন; তারা উভয়েই

যখন ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তারা মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন; অর্থাৎ যুদ্ধে আহত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বেশি আহত ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় যখন মহানবী (সাঃ) এর হামরাউল আসাদের দিকে গমন এবং এতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হন তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলেন, খোদার কসম,যদি আমরা মহানবীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পরি তাহলে এটি অনেক বড় একটি বঞ্চনা হবে। আহত ছিলেন কিন্তু তাসত্ত্বেও একটি আন্তরিক প্রেরণা ছিল, ঈমানের দৃঢ়তা ছিল। অতঃপর বলেন, খোদার কসম, আমাদের কাছে কোন বাহনও নেই যাতে আমরা আরোহন করব, আর আমরা এটিও জানি না যে, কীভাবে আমরা একাজ করব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আস আমরা পদব্রজে যাব। হযরত রাফে বলেন, খোদার কসম,আঘাতের কারণে আমার চলৎশক্তিও নেই। তার ভাই বলেন আস আমরা ধীরে ধীরে হাঁটি আর মহানবী (সাঃ) এর পানে অগ্রসর হই। তারা উভয়েই যাত্রা করেন। হযরত রাফে দুর্বলতা অনুভব করেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ রাফেকে পিঠে বহন করেন আরেক বার তিনি পায়ে হাঁটেন। দুজনেই আহত ছিলেন কিন্তু যিনি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিলেন তিনি বেশি আহতজনকে পিঠে উঠিয়ে নিতেন, আর মহানবী (সা.) এর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। দুর্বলতার কারণে কোন কোন সময় অবস্থা এমন হতো যে, নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এমনকিএক পর্যায়ে উভয়েই এশার সময় মহানবী (সাঃ) এর সকাশে উপস্থিত হন। সাহাবীরা রাতের বেলা তখন সাময়িক শিবির স্থাপন করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিলেন। তাদের উভয়কে মহানবী (সাঃ) এর সকাশে উপস্থাপন করা হয়। মহানবী (সাঃ) তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন তোমাদের বিলম্বের কারণ কী? তারা এর কারণ কী ছিল তা মহানবী (সাঃ) কে অবহিত করেন। তখন মহানবী (সাঃ) তাদের উভয়ের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে গিয়ে বলেন, যদি তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কর তাহলে তোমরা দেখবে যে, বাহন হিসেবে তোমাদের ঘোড়া খচ্চর ও উট লাভ হবে। এখন তোমরা কষ্টেসৃষ্টে পায়ে হেঁটে এসেছ; কিন্তু দীর্ঘজীবি হলে দেখবে যে, এসব বাহন তোমাদের নাগালের ভেতর রয়েছে। একই সাথে তিনি (সাঃ) এ কথাও বলেন যে, কিন্তু তা তোমাদের এই সফর থেকে উত্তম হবে না যা তোমরা পদব্রজে কষ্টেসৃষ্টে করেছে। এর যে পুণ্য আর প্রতিদান তোমরা পাবে আর এর যে কল্যাণ, তা অনেক বেশি।

হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধ কি ছিল যাতে যোগদানের জন্য তারা মহানবী (সাঃ) এর পেছনে পেছনে গিয়েছেন এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেন যে, মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের ওহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন এবং হামরাউল আসাদের যুদ্ধের বিস্তারিত চিত্র হলো, মদিনার জন্য ওহুদের যুদ্ধের দিবাগত রাত খুবই ভীতিপূর্ণ একটি রাত ছিল, কেননা যদিও বাহ্যত কুরাইশ বাহিনী মক্কার পথে পাড়ি জমিয়েছিল কিন্তু আশঙ্কা ছিল যে, কোথাও একাজ মুসলমানদের অপ্রস্তুত করে তোলার জন্য নয় তো! এবং সন্দেহের কারণে মদিনায় এ রাতে পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হয় আর সাহাবীরা পুরো রাত বিশেষভাবে মহানবী (সাঃ) এর ঘরের পাহারার ব্যবস্থা করেন। প্রভাতে জানা যায় যে, এই সন্দেহ অলীক ছিল না; কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবীর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে কুরাইশ বাহিনী মদিনার কয়েক মাইল দূরে যাত্রা বিরতি দিয়েছে আর কুরাইশ নেতাদের মাঝে জোরালে বিতর্ক চলছে যে, এই বিজয়কে পুঁজি করে মদিনায় কেন হামলা করা হবে না। পক্ষান্তরে অপর কতক এটিও বলে যে, তোমাদের একটি বিজয় লাভ হয়েছে সেটিকে গণিমত জ্ঞান কর এবং মক্কায় ফিরে যাও। কোথাও এমনটি যেন না হয় যে, যেই খ্যাতি তোমরা অর্জন করেছ তাও হাতছাড়া করে বস আর এই বিজয় পরাজয়ে না পর্যাবসিত হয়ে যায়। কেননা এখন যদি তোমরা ফিরে যাও আর মদিনায় হামলাকর তাহলে মুসলমানরা প্রাণান্তকর যুদ্ধ করবে আর যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করেনি তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু অবশেষে উচ্ছ্বসিত লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি জয়যুক্ত হয় আর কু রাইশরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ) যখন এসব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানরা যেন প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু একই সাথে এই নির্দেশও দেন যে, যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করেছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে বের না হয়। এসময় মুসলমানরা শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য বের হয়। ৮ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সাঃ) হামরাউল আসাদ পৌঁছেন, সেখানে ময়দানে পড়ে থাকা দুজন মুসলমানের লাশ তারা পান। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তারা ছিল গুপ্তচর, যাদেরকে মহানবী (সাঃ) কুরাইশদের পেছনে প্রেরণ করেন। কিন্তু কুরাইশরা সুযোগ পেয়ে তাদের হত্যা করে। মহানবী (সাঃ) একটি কবর খুঁড়িয়ে তাদেরকে একসাথে দাফন করিয়ে দেন। যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই তিনি সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং বলেন ময়দানের বিভিন্ন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক এবং বিস্তীর্ণ জায়গায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক। স্বল্পতম সময়ের ভেতর হামরাউল আসাদের ময়দানে ৫০০ অগ্নি জ্বলে উঠে যা দূর থেকে অবলোকনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতাপান্বিত করতো। এটি বড়ই প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। মানুষ ধরে নেয় যে, এটি একটি জনবসতি। বড়বড় তাবু দাঁড় করানো রয়েছে। খুব সম্ভব তখনই খুযাআ গোত্রের মাবাদ নামের এক পৌত্তলিক নেতা মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসে এবং ওহুদের নিহত লোকদের কথা বলে তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে আর পুনরায় নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় দিন যখন সে মদিনার ৪০ মাইল দূরে রওহা নামক স্থানে পৌঁছেছে তখন দেখে যে ,কুরাইশ বাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করেছে, যারা তর্ক-বিতর্কের পর মদিনা থেকে ফিরে আসছিল আর মদিনা অভিমুখে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। মাবাদ তাৎক্ষণিকভাবে আবু সুফিয়ানের কাছে যায় আর তাকে গিয়ে বলে তুমি কী করতে যাচ্ছ? খোদার কসম, আমি এখনই মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাহিনীকে হামরাউল আসাদে রেখে এসেছি। এমন প্রতাপান্বিত বাহিনী আমি কখনো দেখিনি যারা ওহুদের পরাজয়ের গ্লানিতে এতটা অনুশোচনাগ্রস্ত যে, তোমাদের দেখলেই ভস্মীভূত করে ফেলবে, খেয়ে ফেলবে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদের ওপর মাবাদের এসব কথার এতটা প্রতাপ ছেয়ে যায় যে, তারা মদিনা অভিমুখে যাত্রার ধারণা পরিত্যাগ করে অনতিবিলম্বে

মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মহানবী (সাঃ) এভাবে কুরাইশ বাহিনীর প্রস্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হলে তিনি খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর বলেন এটি খোদার প্রতাপ যা তিনি কাফেরদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত উতবা বিন রাবিআ। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমীরদের একজনের নাম উতবা বিন রাবিআ বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। হিজরী ১২-১৩ সনে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর খেলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওলীদকে শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইরাক থেকে ইয়ারমুক পৌঁছার নির্দেশ দেন। হযরত খালেদ বিন ওলীদকে আমীর নিযুক্ত করে। রোমান সৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষ বা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়। আর অপরদিকে মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ৩৭ হাজার থেকে ৪৬ হাজার বর্ণনা করা হয়। প্রায় এক হাজার এমন বুযুর্গ বা জ্যেষ্ঠ সাহাবী এই সেনাবাহিনীতে ছিলেন যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চেহারা দেখেছিলেন। একশত এমন সাহাবী ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সহযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উভয়পক্ষের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। ঠিক তখনই মদীনা থেকে এক দূত সংবাদ নিয়ে আসে, ঘোড়সওয়ার সদস্যরা তার পথ রোধ করে (খবর জানতে চায়)। তখন সে বলে, সব ভালো আছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল, সে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা এই দূতকে হযরত খালেদের কাছে উপস্থিত করে এবং সে চুপিসারে হযরত আববকর (রাঃ)এর মৃত্যু সংবাদ দেয়। হযরত খাদৈ বিন ওলীদ এ সংবাদ সেনাবাহিনীদের কাছে গোপন রাখেন। মুসলমানরা অটল-অবিচল থাকে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চরম যুদ্ধ হয়। অবশেষে রোমান সৈন্যরা পলায়ন করতে আরম্ভ করে। এই যুদ্ধে এক লক্ষের অধিক রোমান জন্য নিহত হয় এবং মোট তিন হাজার মুসলমান এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এসব শহীদের মাঝে হযরত ইকরামা বিন আবু জাহলও ছিলেন। কায়সার যখন এই পরাজয়ের খবর পেল তখন সে হোমস অবস্থান করছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেল। ইয়ারমুক বিজয়ের পর ইসলামী সেনাবাহিনী পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে আর কিনাস্ত্রীন, ইন্তাকিয়া, জুমা, সারমীন, তিযীন, কুরুস, তাল আযায, যুলুক, রাবান ইত্যাদি স্থানে অতি সহজেই বিজয় লাভ করে।

খুৎবা জুম্মার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি এক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। জমুআর নামাযের পর এক ব্যক্তির জানাযা পড়াবো যা কি-না শ্রদ্ধেয়া সাহেবজাদী সাবিহা বেগম সাহেবার। তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন অর্থাৎ তার জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এবং হযরত উম্মে নাসেরের পুত্র সাহেবজাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ৩০ এপ্রিল তারিখে তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনে ৯০ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, **ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।**

হুযুর বলেন, আত্মীয়তার দিক থেকে তিনি আমার মামী ছিলেন। হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেব হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের ছেলে ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহঃ) এর সহধর্মিনী হযরত সৈয়্যদা আসেফা বেগম সাহেবার বড় বোন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তার প্রতি তাদের অগাধ আস্থা ছিল আর তিনিও পিতামাতার আস্থার লাজ রেখেছেন। নিজের ছোট ভাইবোনদের লালনপালন এবং তাদের তরবিয়তের প্রতি তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তার ছেলে লিখেন, আমার শ্রদ্ধেয়া মাতা অত্যন্ত সাদাসিধে, দরিদ্র মানুষের লালনকারিনী এবং যে কারো সুখদুঃখের সাথী ছিলেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে অভাবীদের প্রয়োজনের বিষয় অনুভব করতেন, তাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন, দরিদ্রদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীলা ছিলেন। তাদের কথা শুনে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তেন, তার পক্ষে যতটা সম্ভব হতো তিনি সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। তার জ্বশিষ্ট্য–সংক্রান্ত এসব কথা কোন অত্যুক্তি নয়। তিনি তার বাড়ির কাজের লোকদের সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করতেন বরং তার এক কন্যা লিখেন, তিনি তাদেরকে স্বীয় সন্তানের মতো প্রতিপালন করতেন।

তার তিন কন্যা এবং একজন পুত্র রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসীয়া ছিলেন। গতকালই তার জানাযা হয়েছে এবং বেহেশতি মাকবেরাতে সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্তা'লা তার সন্তানসন্ততিকেও তাদের শ্রদ্ধেয়া মাতার পূণ্যকর্মগুলো অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন এবং পরস্পরের সাথেও ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থানের সৌভাগ্য দান করুন এবং জামা'ত ও খেলাফতের সাথে সর্বদা গভীরভাবে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
03 May 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

To

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B